লয়লী-মজনু

[গীতি-নাট্য]

শ্রীবাঁশরীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

[জুপিটার সিনেমায় অভিনীত]

এর পক্ষে শ্রীসাধুচরণ শীল দ্বারা প্রকাশিত

ছেপেছেন—জি, শীল
ইম্প্রেসন প্রবলেম
২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫

সন ১৩৩৮ সাল

[মূল্য ১-০০ টাকা

তরুন নাট্যকার অরুণকুমার দে রচিত

গরীবের ছেলে সংসারের একটিমাত্র ছেলেকে মানুষ করে তোলার জন্য অভিভাবকরা কত চিন্তাই না করেন। কিন্তু দৈনন্দিন জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ও ছেলের লেখাপড়ার ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তবুও ছেলে বড় হবে এই আশায় বুক বেঁধে নিজের মনকে দৃঢ়বদ্ধ করে। এমনি এক সন্তানের পিতা তার ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করে তুলেছিল নিজের মুখের গ্রাস খাইয়ে, কষ্টার্জিত পয়সা উজাড় করে। কিন্তু সেই ছেলে উচ্চশিক্ষিত হয়ে বাপের মনের আশা ও দুঃখমোচন করতে পেরেছিল কি? তারই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রচিত এই নাটক।

দু'মুঠো ভাত দু'মুঠো ভাতের জন্যই দিনরাত আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমন বহু লোক আছেন যাঁরা সে চিন্তা করেন না। তারা শুধু শোষণ করে টাকার পাহাড় গড়ে তোলার জন্যই ব্যস্ত থাকে। আর শোষিত মানুষ দু'মুঠো ভাতের জন্য তাদের দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরে। তাই তো আজ দিকে দিকে খুন-জখম রাহাজানি। কিন্তু এর শেষ কোথায়? এর উত্তর পাবেন এই নাটকে।

রক্ত ঝরছে দৈনন্দিন আপনার আমার চোখের সামনে কত ঘটনাই ঘটে চলেছে। নিত্য-নৈমিত্তিক নানা লোকের মুখে কত ঘটনা ও দুর্ঘটনার কথাই না শুনছেন! কিন্তু নিজের দিকে চেয়ে দেখেছেন কি—আপনার মনের কত রক্ত ঝরছে? যদি সঠিক ভাবে জানতে চান তাহলে এই "রক্ত ঝরছে" পড়ুন ও অভিনয় করুন এবং আপনার মনকে দৃঢ়বদ্ধ করুন।

ওরা সব পারে আপনি নিশ্চয় চিন্তা করে দেখতে শুরু করেছেন। ওরা কি পারে—যে কাজ ওদের দ্বারা সম্ভব নয়, তবু পেটের দায়ে ও ক্ষুধার জ্বালায় সেই কাজ করার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু ওদের কর্মক্ষমতার জন্য একমাত্র ওরা নিজেরাই দায়ী? আমাদের দেশের সরকার কি এর প্রতিকার করতে পারে না? আমরা সবাই মিলে কি এর প্রতিরোধ করতে পারি না? জনসমক্ষে নিজেদের এই চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে হলে এই নাটক পড়ুন ও অভিনয় করুন

পরিচয়

—পুরুষ—

মজনু	...	...	আরব-সম্রাট-পুত্র।
আমীর আলি	...	...	মস্কটের প্রধান আমীর।
রহমৎ	...	...	ঐ বান্দা।
মস্তান শা	...	...	মৌলভী।
হুসেন	...	...	বিয়েপাগলা বৃদ্ধ।
ইমদাদ	...	...	ঐ বান্দা।

আরবসম্রাট, পত্রবাহক, সৈন্যগণ, ছাত্রগণ,
পথিকগণ ও ইয়ারগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

গুলেনারা	...	...	আমীর আলির পত্নী
লয়লী	...	...	ঐ কন্যা।
রোশনী	...	...	ঐ বাঁদী।

হুরীগণ, বাঁদীগণ, বালিকাগণ, নর্তকীগণ ও ছাত্রীগণ।

নাট্যকার শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচিত
স্ত্রী-বর্জিত কয়েকখানি নাটক

ওয়াগন ব্রেকার বঞ্চিত সমাজ-জীবনের ঘন অন্ধকারে আলোর নামে যারা আলেয়া হয়ে দেখা দেয়, যারা অন্যকে দিয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত করেও নিজেরা সেজে থাকে জনদরদী মহাত্মা—চিনে নিতে চান তাদের? তাহলে আজই সংগ্রহ করুন "ওয়াগন ব্রেকার"।

পরাজিত নায়ক ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্বে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'জন নায়ক। একজন ভাঙতে চায়, আর একজন চায় গড়তে। সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হলো কে? জয়মাল্য কার গলায় উঠলো? ন্যায়ের? না অন্যায়ের? কে সেই পরাজিত নায়ক? অভিনয়ের মাধ্যমে আপনারাই চিনিয়ে দিন দর্শকদের—সেই পরাজিত নায়ক কে?

রামদার রেষ্টুরেণ্ট শুধু হাসি-কান্নায় নয়, মাত্র ছোট্ট একটি রেষ্টুরেণ্টকে ঘিরে যে নাটকীয় উল্লাস শত শত দর্শককে উল্লসিত করে দিতে পারে, তাতে অভিনয় করা কি আনন্দ সংবাদ নয়? এখনই সংগ্রহ করুন "রামদার রেষ্টুরেণ্ট"।

আমি শিক্ষিত হতে চাই না কেন একজন শিক্ষিত যুবকের মুখে ফুটে ওঠে এই বিদগ্ধ ভাষা? কিসের আত্মগ্লানিতে শিক্ষার দুয়ারে সে ছাড়িয়ে দিতে চায় কাঁটা? তা জানা প্রতিটি মানুষেরই দরকার। দেশের পক্ষে এমন একখানি প্রয়োজনীয় নাটক অভিনয় করতে ভুলবেন না।

শরীক আমাদের দেশে শরীকে শরীকে সংঘর্ষ সকলেরই জানা আছে। কিন্তু একি সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি? না শরীকী সংঘর্ষের এ এক নতুন সংঘাতময় অনবদ্য সৃষ্টি। অভিনয় করুন, সঠিক সাফল্য অনিবার্য।

—পরবর্তী আকর্ষণ-

টাইগার

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী॥ ৩৬৮, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

লয়লী-মজনু

প্রথম দৃশ্য

পাঠাগার

লয়লী, মজনু ও ছাত্র-ছাত্রীগণ।

মজনু। লয়লী! তুমি তো পড়ছো না?

লয়লী। আর তুমি বুঝি খুব পড়ছো?

মজনু। পড়বো কি লয়লী! কেতাবের প্রতি পাতায়, প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দবিন্যাসে দেখছি শুধু লয়লী—লয়লী—লয়লী! তাই মৌলভী সাহেবের ভয়ে মনে মনে পড়া মুখস্থ করছি। তুমি কেন পড়ছো না লয়লী?

লয়লী। ঠিক ওই কারণে না হোক, তবে ওই রকম একটা কিছু হচ্ছে—

মজনু। কি হচ্ছে লয়লী?

লয়লী। বলবো?

গীত

দিল ঘড়ি ঘড়ি পল পল ধড়কে।
দুনিয়া সারা সো বিনু আঁধেরা,
সোহি মোহন মুরতিয়া চমকে।
দিয়া তন মন পাওমে ডারি,
নয়নকা রোশনী সোহি হামারী,
জীতে জাগতে মেরে পিয়ারী, মিলে খেরাবলে দিল ভরকে।

মস্তান শার প্রবেশ।

মস্তান। ইয়া আল্লা! ইয়ে কেয়া! লয়লী—কমবক্তি! এসব কি?

লয়লী। কেন মৌলভী সাহেব, আমি কি করেছি যে আমায় শুধু শুধু তিরস্কার করছেন?

মস্তান। ওরে বেটি, তুই করবি ভেতরে ভেতরে এইসব কীর্তি, আর আমি তিরস্কার না করে পুরস্কার দেবো?

লয়লী। কি করেছি, তাই বলুন—

মস্তান। কি করেছ! আমার মাথা করেছ—আমার মুণ্ডু করেছ—আমার সাত গুষ্টীকে কবরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছ, আর কি করবে!

লয়লী। কি করেছি তা বলবেন না, অথচ আমায় যা ইচ্ছা তাই বলছেন! ভারি অন্যায় কথা কিন্তু!

মস্তান। আহা নেকী, যেন কিছু বোঝ না! বলি, এসব কি?

লয়লী। কি সব?

মস্তান। এই 'দিল ঘড়ি ঘড়ি পল পল'?

লয়লী। কেন, গান—

মস্তান। গান তো বটে! বলি গান গাইতে হয়, মাণিক পীরের গান গাও না! অমন আসনাইয়ের টপ্পা কেন?

লয়লী। তাতে দোষ কি মৌলভী সাহেব? গান তো বটে!

মস্তান। ইয়া আল্লা! দোষ নেই কি রে বেটি! এত দোষ যে তোমার বাপ যখন শুনবেন তুমি এই বিদ্যা শিখেছ, আর কি আমার গর্দান থাকবে রে বেটি!

লয়লী। কেন থাকবে না মৌলভী সাহেব?

মস্তান। ওইটুকুই তো দোষ—

লয়লী। কেন দোষ মৌলভী সাহেব?

মস্তান। তোর ও 'কেন'র জবাব দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

লয়লী। আপনি এতবড় মৌলভী সাহেব, আপনার ক্ষমতা নেই কেন?

মস্তান। জাহান্নামে যাক তোর 'কেন'। এখন চুপটি করে বসে পড়া মুখস্থ করগে। [মজনুর প্রতি] ওরে বাপু, এখানে ওসব চালাকি চলবে না; আজ থেকে তফাতে বসতে হবে, আর লয়লীর সঙ্গে মোটেই বাক্যালাপ করতে পাবে না—বুঝেছ?

মজনু। কিন্তু—

মস্তান। কিন্তু বলে দাঁড়ালে যে?

মজনু। যখন ওর কলম কেটে দিতে হবে, কাগজ ভেঁজে দিতে হবে, পড়া বলে দিতে হবে, খিদে পেলে খাওয়াতে হবে—

মস্তান। ব্যস—ব্যস! থামো, আর তোমায় ফিরিস্তি দিতে হবে না। বুঝেছি, তুমিও বেশ আসনাইয়ের শিকড় চালিয়েছ; এ যে মুণ্ডু যাবার দাখিল!

১ম ছাত্র। মৌলভী সাহেব! আজ তাহলে আমাদের ছুটি?

মস্তান। তোমাদের মৌলভী সাহেবের গর্দানা যেতে বসেছে—তার এতখানি সৌভাগ্য, আর তোমাদের ছুটি হবে না? আলবৎ হবে—

ছাত্র ও ছাত্রীগণ। হো-হো, আজ আমাদের ছুটি—আজ আমাদের ছুটি। [প্রস্থান।

মস্তান। দূর হ গিদ্ধোড়ের দল! হায়-হায়-হায়! আর কেন, তোমরাও কেতাব-পত্র গুছোও। একি, খাঁ সাহেব! [চঞ্চল হইল]

আমীর আলির প্রবেশ।

আমীর। অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই মৌলভী সাহেব! আপনি বয়সে প্রাচীন—মাননীয়, আমি আপনাকে চিরদিনই সম্মানের চোখে দেখি।

মস্তান। গরীব পরওয়ার, সেটা আপনার মেহেরবানী! তা—তা আমার এ গরীবখানায়—

আমীর। [সহাস্যে] এমন অসময়ে আসবার প্রয়োজন কি? কেমন মৌলভী সাহেব? হঠাৎ মনে কৌতূহল হলো, আপনার ন্যায় উপযুক্ত মৌলভীর তালিম পেয়ে আমার লয়লীর কতখানি ইলম হয়েছে, তাই দেখতে সব কাজ ছেড়ে আপনার দৌলতখানায় ছুটে এসেছি।

মস্তান। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা, বড় মেহেরবানী আপনার! আপনার কন্যার বুদ্ধির কথা কি বলবো! যা অন্যে এক সপ্তাহে ইয়াদ করতে পারে না, লয়লী তা এক ঘণ্টায় কণ্ঠস্থ করে ফেলে; তারপর লেখা—সে কি লেখা হুজুরালী, যেন মিশর থেকে আমদানি করা আসল মুক্তার মালা! দেখবেন হুজুরালী? এই যে দেখাচ্ছি। নিয়ে এসো তোমার তোক্তিখানা। বলবো কি হুজুরালী, আপনার একেবারে তাক লেগে যাবে, বেটি যেন খোরাসানের আসলি তোতা!

লয়লী। [মস্তানের হস্তে তোক্তি দিল।]

[সহসা মজনুর নামে কবিতা লিখিত তোক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তান ভীতিবিহ্বলনেত্রে লয়লীর মুখের দিকে চাহিলেন।]

আমীর। ওকি, অমন করছেন কেন মৌলভী সাহেব? কি হয়েছে? দেখি তোক্তিখানা—[মস্তান কম্পিতহস্তে তোক্তি প্রদান করিলেন।] একি—এ যে প্রেমের কবিতা! 'শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে মজনু হৃদয়হার।' মস্তান শা!

মস্তান। হুজুরালী—[কম্পন]

আমীর। বৃদ্ধ শয়তান! আমার কন্যাকে তুমি এতদিন এই শিক্ষা দিয়েছ? বেয়াদব কুকুর! সরল ভেবে বিশ্বাস করে আমি তোমার হাতে আমার কন্যার শিক্ষার ভার সমর্পণ করেছিলুম, আর আজ তার এই প্রতিদান দিলে? বল বেইমান? কে এই কমবক্ত মজনু?

মস্তান। আমি—আমি—আমি তাকে কেমন করে জানবো হুজুরালী ?

আমীর। তুই জানিস ; বল, নইলে আমি তোকে খুন করবো !

মজনু। বৃদ্ধ মৌলভী সাহেবকে অযথা তিরস্কার করবেন না খাঁ সাহেব ! ওঁর কোন দোষ নেই। আমিই মজনু—

আমীর। কে তুই ?

মজনু। লোকে আমায় শাহজাদা মজনু বলে অভিহিত করে।

মস্তান। এঁ্যা—

আমীর। কি ? তুমি আমার চিরবৈরী আরবসম্রাটের পুত্র ? নইলে এমন নীচপ্রবৃত্তি আর কার হবে, যে অবলা সরলা কুলললনার সর্বনাশ করতে উদ্যত হয় ? ধিক তোমাকে, আর শত ধিক এই কর্তব্যজ্ঞানহীন বৃদ্ধ শয়তানকে ! আয় পাপিষ্ঠা— [লয়লীকে লইয়া প্রস্থান।

মস্তান। খাঁ সাহেব ! বিশ্বাস করুন, আমি জানতুম না।

[প্রস্থান।

মজনু। তাই তো ! কি থেকে কি হলো ? সব প্রকাশ পেলে ? যাবার সময় লয়লীর আয়ত লোচনযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। মনের কথা বলবার অবসর পেলে না বলে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে চলে গেল—বিদায় সম্ভাষণের সুযোগই পেলে না। যাবো, আমি তার কাছেই যাবো—একবার তাকে দেখবো, শুধু একবার—

গীত

পলকে দরশ ক্যায়সে পাঁউ,
পিয়ারী লয়লী কোহাল বাতাঁউ।
নিগাহ মে দিল চুরায়া, আপসান মুঝে বানায়া,
ঘরকো দিল না চাওয়ে কেয়া করু কাঁহা যাঁউ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

রোশনীর প্রবেশ।

রোশনী। যা বাবা, সব ভেস্তে গেল! আমীর সাহেব মেয়েকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন বলে শহরের সেরা মৌলভীর বাড়িতে পাঠালেন, আর সেখানে কিনা শিখলে প্রেমের পড়া! কর্তা তো রেগে আগুন হয়ে গেছেন। শাহজাদাও তো জহুরী কম নয়! খুঁজে খুঁজে বুড়ো মৌলভীর বাড়ি ঢুকে লয়লীর সঙ্গে প্রেম করে ফেললে। দেখি এখন কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়!

রহমতের প্রবেশ।

রোশনী। কি রে রহমৎ, মুখখানা অমন ভার-ভার যে?

রহমৎ। রোশনী! বড় বিপদ—

রোশনী। বিপদ! কি হয়েছে রহমৎ?

রহমৎ। যা সন্দেহ করেছিলুম, তাই হয়েছে, আমীর সাহেব খাপ্পা হয়ে উঠছেন—লয়লী বিবির সাদী দেবেন।

রোশনী। বেশ তো, এতে আর বিপদ কি? মেয়েমানুষের সাদী হবে না তো কি সে চিরকাল আইবুড়ি থাকবে?

রহমৎ। তবে যে বলছিলি, শাহজাদার সঙ্গে লয়লী বিবির—

রোশনী। চুপ! ওসব কথা মুখে উচ্চারণ করিসনি—

রহমৎ। তবে এখন উপায়?

রোশনী। সাদীর সব ঠিক হয়ে গেছে?

রহমৎ। একবারে সব ঠিক। দুনিয়ার সেরা কুৎসিত হুসেনের নাম শুনেছিস?

রোশনী। সেই বুড়ো মর্কটটার সঙ্গে? সর্বনাশ! এখন উপায়?

রহমৎ। কিছু তো ঠাহর করতে পারছি না, বলিস তো মজনুর খোঁজে খোদার নাম নিয়ে একবার বেরিয়ে পড়ি—

রোশনী। তাই করতে হবে রহমৎ, কিন্তু এত শীগগির নয়; আগে দেখি এদের দৌড় কত! তুই এখন সরে পড় রহমৎ, হুজুরাইন আসছে।

[রহমতের প্রস্থান।

গুলেনারার প্রবেশ।

গুলেনারা। বলতে পারিস রোশনী, লয়লী কোথায় গেল? আমি তো সারা মহলটা অনুসন্ধান করলুম, কোথাও তাকে পেলুম না।

রোশনী। সে কি হুজুরাইন! আমি তো একটু পূর্বে হারেমের বাগানে তাকে বেড়াতে দেখেছি।

গুলেনারা। আমি সেখানেও তাঁর অনুসন্ধানে বাঁদীকে পাঠিয়েছিলুম, বাঁদী কোন সন্ধান পায়নি—ফিরে এসেছে।

রোশনী। এ যে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে হুজুরাইন। আমার বিশ্বাস, সে এখানেই আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি তার অনুসন্ধানে যাচ্ছি। [প্রস্থান।

গুলেনারা। মেহেরবান খোদা! আমার একমাত্র স্নেহের নিধি লয়লীকে ফিরিয়ে এনে দাও।

আমীর আলির প্রবেশ

আমীর। কে? গুলেনারা? এখানে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছো? কেন, কার জন্য? কন্যার জন্য বুঝি? যে কন্যা তার

পিতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে এতটুকু দ্বিধা করে না, সেই কন্যার জন্য অশ্রু বিসর্জন করবে বৈকি! তুমিও যে নারী—তার জননী; ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! বড় আশায় কন্যাকে সুশিক্ষিত করতে চেষ্টা করেছিলুম, হাতে হাতে ফল পেয়েছি। সুশিক্ষা লাভ করেও যে মূঢ়া বালিকার প্রবৃত্তি নীচগামী হয়, সে কন্যা হলেও তার অপরাধ অমার্জনীয়। শোন গুলেনারা! আমি তোমার গুণবতী কন্যার সাদীর ব্যবস্থা করেছি, অবিলম্বে তার সাদী দিয়ে তার পাপপ্রবৃত্তি চিরনিরুদ্ধ করবো।

গুলেনারা। দেখ, তুমি রাগ করছো বটে; কিন্তু একবার স্থিরচিত্তে ভেবে দেখ, লয়লী প্রকৃত অপরাধিনী কি না। বালিকা বয়সের অসাঙ্গ-লিপ্সা কখনও চরিত্রহীনতার পরিচায়ক হতে পারে না। বালিকা-সুলভ চপলতায় একজন সহপাঠীর সঙ্গে যদি তার একটু ঘনিষ্ঠতাই হয়ে থাকে, তাতে সেই নির্দোষ বালককে তার প্রণয়ী বলে অন্যায় সন্দেহ করা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান বিবেচকের শোভা পায় না। এমন তো কত হয়।

আমীর। এমন কত হলেও আমীর আলি খাঁর বংশে এই প্রথম, বিশেষত সে শত্রুপুত্র। তাই প্রথমে যাতে এর শেষ হয়, তার ব্যবস্থা করাই আমীর আলি খাঁর জীবনের প্রধান কর্তব্য। স্থির জেনো গুলেনারা, আমীর আলি খাঁর কাছে পবিত্র বংশমর্যাদার তুলনায় কন্যা-স্নেহ অতি তুচ্ছ—মূল্যহীন। [প্রস্থানোদ্যত]

গুলেনারা। তোমার প্রাণ কি পাষাণে গড়া? তুমি ওর জন্মদাতা পিতা, তোমার কাছে কন্যাস্নেহের কি কোন মূল্য নেই?

আমীর। সে একদিন ছিল গুলেনারা, যখন সে আমার নয়নের রোশনী ছিল—কলিজার কলিজা ছিল, কিন্তু এখন—এখন সে আমার কেউ নয়!

গুলেনারা। ছিঃ, অমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো না। একমাত্র

কন্যা সে নয়নের মণি—আমাদের স্নেহ-ভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারিণী, তাকে ক্ষমা কর—সুপাত্রে অর্পণ করে নিজে সুখী হও, তাকেও সুখিনী কর।

আমীর। সব বুঝি; গুলেনারা! বুকভরা স্নেহ গভীর বেদনায় হাহাকার করছে আর সম্ভ্রমের দ্বারে মাথা খুঁড়ছে; হৃদয়ে তুমুল ঝড় তুলেছে, আর আমি সামর্থ্যহীন জড়ের মত দাঁড়িয়ে তা নীরবে সহ্য করছি। কিছু করতে পারছি না গুলেনারা—কিছু করতে পারছি না।

গুলেনারা। একটু প্রকৃতিস্থ হও, ক্রোধকে একটু দমন কর।

আমীর। খুব দমন করেছি, তাই কন্যাকে হত্যা না করে তার অপরের সঙ্গে সাদীর ব্যবস্থা করেছি।

গুলেনারা। সুপাত্র পেয়েছ কি?

আমীর। পেয়েছি বৈকি! জেড্ডার ধনকুবের—সুপাত্র নয়?

গুলেনারা। জেড্ডার ধনকুবের? কার কথা বলছো তুমি? কে সে?

আমীর। জেড্ডার ধনকুবের বললে যাকে বোঝায়—হুসেন খাঁ।

গুলেনারা। সেই তেকেলে বুড়ো মর্কটটার সঙ্গে? না—না, তুমি আমার সঙ্গে দিল্লাগী করছো।

আমীর। দিল্লাগী নয় গুলেনারা, সত্যিই আমি ক্রোধের বশীভূত হয়ে তার সঙ্গে লয়লীর সাদী দোব বলে প্রতিশ্রুতি-পত্র পাঠিয়েছি।

গুলেনারা। না—না, তা কখনো হতে পারে না—বহুমূল্য রত্নহার কখনও মর্কটের গলায় দোলে না। ওগো, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর; পিতা হয়ে কন্যার সর্বনাশ করো না।

আমীর। আমি প্রতিশ্রুতিপত্র দিয়েছি গুলেনারা, এখন অন্যথা হবার উপায় নেই।

গুলেনারা। ওগো, তোমার পায় ধরি, এত নিষ্ঠুর হয়ো না; একবার স্নেহের নিধি লয়লীর মুখপানে চাও—

আমীর। আমীর আলি খাঁ জবান দিয়েছে, আর ফিরবে না।

[প্রস্থান।

গুলেনারা। খোদা! অভাগিনীর নসীবে শেষে এই ছিল!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হুসেন খাঁর প্রমোদোদ্যান

ইয়ারগণ ও নর্তকীগণ।

নর্তকীগণ। [নৃত্যসহ]

গীত

পিও লালী সরাব সেরা পিয়ারা।
হোগা ভরপুর মজগুল দিল মাতোয়ারা।
কেয়া হী গুলাবী আমেজ দেগা চশম,
ম্যায় তো তুমহারী হুঁ খোদা কসম,
ছেরে লিয়ে প্যারে জান হামারা।

[নর্তকীগণের প্রস্থান।

হুসেন খাঁর প্রবেশ।

হুসেন। দেখ ভাইসব! এই নাচ-গান হচ্ছে, সরাব চলছে, আমোদের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, এতে কিন্তু আমার মোটেই ফুরতি হচ্ছে না।

১ম ইয়ার। তা তো না হবারই কথা হুজুর! সব একঘেয়ে হয়ে

গেছে। একঘেয়ে খানা পিনা গানা, আর গানা পিনা খানা, ও একেবারে বকেয়া তেলেনা! মাঝে মাঝে একটু রকম চাই বৈকি!

হুসেন। সে রকমফেরটা কি রকম বল দেখি?

১ম ইয়ার। [স্বগত] তাই তো, কি বলি? [প্রকাশ্যে] আজ্ঞে, হয় এক রকম, না হয় সে রকম, না হয় রকম রকম—

হুসেন। বেকুব! রকমফেরটা বুঝতে পারলিনি?

১ম ইয়ার। আজ্ঞে, তা বোঝবার ক্ষমতা থাকলে কি আর আপনার এখানে পড়ে থাকি হুজুর?

হুসেন। আচ্ছা, আমার বয়স কত হয়েছে তোমাদের মনে হয়?

১ম ইয়ার। আপনার আবার বয়স কি! কাঁচা বয়েস বললেই চলে।

হুসেন। আচ্ছা, আমার সাদীর বয়স উৎরে গেছে?

১ম ইয়ার। সেকি! বরং এখন বলা যায়, আপনার সাদীর বয়েস হয়েছে।

হুসেন। বেকুবেরা বলে আমার চুল পেকেছে—

১ম ইয়ার। চুল কি, আম জাম পাকতে শুরু হবে। গরমের দেশে রোদের ঝাঁজে শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে, সাদীর জল পেলে আবার কালো হতে শুরু হবে।

হুসেন। আমার এমন দাঁত—

১ম ইয়ার। আজ্ঞে, মুক্তা বসানো বললেই চলে।

হুসেন। আর আমার চেহারাখানাই কি মন্দ?

১ম ইয়ার। সেকি হুজুর! ও চেহারার একটুকরো পেলে যে আমরা বর্তে যাই।

হুসেন। তবে আমীর আলি খাঁ তার মেয়ের সঙ্গে আমার সাদী দিলে না কেন?

১ম ইয়ার। বেকুবি—বেকুবি—

হুসেন। বলে কি না, আমার বয়স হয়েছে—চেহারা খারাপ—শুধু ধন-দৌলতে তার মেয়ে সুখী হবে না।

১ম ইয়ার। বেকুবি—বেকুবি।

হুসেন। আমি এখন কি চাই তা জান?

১ম ইয়ার। আপনি যা চাইবেন, তা জানবো আমরা?

হুসেন। বটে—বটে! আমি চাই এক পরমা সুন্দরী পাত্রী, বয়স বছর ষোল।

১ম ইয়ার। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

হুসেন। রং—দুধে-আলতা।

১ম ইয়ার। আলবৎ।

হুসেন। চেহারা—

১ম ইয়ার। যে দেখবে, তার মাথা ঘুরে যাবে।

হুসেন। কি, আমার জেনানাকে বাইরের লোকে দেখবে? তুই তো বড় বেকুব!

১ম ইয়ার। আজ্ঞে, তা না হলে আর আপনার এখানে পড়ে আছি!

হুসেন। বেশ—বেশ। তবে এক কাজ কর; তোমরা সকলে এই পাত্রীর সন্ধানে যাও।

১ম ইয়ার। আজ্ঞে, কোথায়—

হুসেন। এই যে বললুম তাতেও বুঝতে পারলে না? বয়স বছর ষোল, রং দুধে-আলতা, চেহারা দেখলেই মাথা ঘুরে যাবে!

১ম ইয়ার। তা—তা—

হুসেন। ব্যস—ব্যস, আর তা তা করতে হবে না; এখনি সকলে বেরিয়ে পড়, পাত্রী নিয়ে তবে এখানে আসবে।

১ম ইয়ার। আজ্ঞে হুজুর, সকলেই কি এক একটি পাত্রী আনবো?

হুসেন। আলবৎ! আমি সাদী করবো, আর তোমরা প্রত্যেকে এক একটি পাত্রী আনতে পারবে না?

১ম ইয়ার। তা তো বটেই—তা তো বটেই।

হুসেন। ইমদাদকেও পাঠিয়েছি, তোমরা যাও এখনি, সকলে পাত্রী নিয়ে এসো। দাঁড়িয়ে রইলে যে?

২য় ইয়ার। [স্বগত] একেই বলে বড়লোকের খেয়াল। যাই বাবা, মানে মানে সরে পড়ি, নইলে চাবুক ই৷ ৮ভাবে—[প্রকাশ্যে] চল সব চল, হুজুরের জন্য পাত্রী আনিগে চল।

হুসেন। হ্যাঁ—বয়স বছর ষোল—রং দুধে-আলতা—চেহারা দেখলেই মাথা ঘুরে যায়—

ইয়ারগণ। যে আজ্ঞে হুজুর! বয়স বছর ষোল—রং দুধে-আলতা—চেহারা দেখলেই মাথা ঘুরে যায়— [প্রস্থান।

হুসেন। যাক, এইবার নিশ্চিন্ত! এত লোক যখন পাত্রী খুঁজতে চললো, তখন একটা মিল্লে হবেই হবে। বয়স বছর ষোল, রং দুধে-আলতা, চেহারা দেখলেই মাথা ঘুরে যায়। এক গাদা এই রকম সাদী করে আমীর আলি খাঁকে দেখিয়ে দেবো যে, তার মেয়ের চেয়ে আমি ভাল সাদী করেছি কিনা!

ইমদাদের প্রবেশ।

হুসেন। গেছলি?

ইমদাদ। কোথায় হুজুর?

হুসেন। কেন, পাত্রী খুঁজতে!

ইমদাদ। [স্বগত] হুজুরের এইবার সাদীর খেয়াল চেপেছে। আচ্ছা খেয়ালী মনিবের পাল্লায় পড়েছি যা হোক! [প্রকাশ্যে] আজ্ঞে গেছলুম বৈকি হুজুর, খুঁজে খুঁজে শেষটায় হাল্লাক হয়ে ফিরে এলুম।

হুসেন। কোথায় খুঁজলি?

ইমদাদ। আজ্ঞে রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, গোয়ালঘর, পুঁইয়ের মাচা, মশলার দোকান, হাকিমের দাওয়াইখানা—সবই খুজে এসেছি।

হুসেন। হুঁ—সাদী আমায় করতেই হবে।

ইমদাদ। করবেন বৈকি হুজুর, নইলে লোকে যে আরও বুড়ো—খুড়ি, আইবুড়ো বলবে।

হুসেন। তুই আবার যা! যেমন করে হোক পাত্রী আনা চাই।

ইমদাদ। যে আজ্ঞে, এই চললুম—[প্রস্থানোদ্যত]

পত্রবাহকের প্রবেশ ও পত্রদান।

হুসেন। এ কার পত্র?

পত্রবাহক। মস্কটের প্রধান আমীর আমীর আলি খাঁ সাহেবের পত্র, পাঠ করলেই মর্মার্থ অবগত হবেন।

হুসেন। [পত্র পাঠ করিয়া] ইয়া আল্লা! ইমদাদ! আর যেতে হবে না, পাত্রী পাওয়া গেছে! তুই যাত্রার আয়োজন কর, আমি এখনি মস্কট যাত্রা করবো।

পত্রবাহক। বান্দার প্রতি হুজুরের কি আদেশ হয়?

হুসেন। কিছু না; আমি এখনই যাত্রা করবো, আবার আদেশ কি? [পত্রবাহকের প্রস্থান।] ইমদাদ!

ইমদাদ। হুজুর!

হুসেন। কি করবো বল দেখি?

ইমদাদ। সাদী করবেন।

হুসেন। তা তো করবো; কিন্তু—

ইমদাদ। সেখানে গিয়ে যেন খেয়ালীপনা করবেন না। বেশি কথা কইলেই আপনার খেয়াল চাপবে।

হুসেন। তাহলে সব ভেস্তে যাবে, কেমন? তাহলে কি করতে বলিস?

ইমদাদ। যত পারেন, ইশারা ইঙ্গিতে সারবেন।

হুসেন। ঠিক বলেছিস! আচ্ছা, এই যে অতগুলো লোক সাদীর কনে আনতে গেল, তাদের উপায় কি হবে?

ইমদাদ। আজ্ঞে, সেজন্য ভাবনা কি! হয় হুজুর তাদের নিকে করবেন, না হয় আমাদের পাঁচজনকে আইবুড়ো নাম থেকে উদ্ধার করবেন।

হুসেন। বেশ—বেশ! আয়—আয়, সব উদ্যোগ-আয়োজন করবি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান

একটি প্রস্তর-বেদিকায় বসিয়া লয়লী গাহিতেছিল।

লয়লী।—

গীত

লাচারি দিন ক্যায়সে গুজারি।
ফুকারি পিয়া পিয়া আঁখিয়া লালি, দিল ক্যায়সে সাম্হারি।
আওরত আঁধিয়ারা রোশনী বুতাকর, রোলানেকো মুখে বদন ছিপাকর,
কাই না পুছে, নেহি বাতাওয়ে, দরদ উলফৎকা কেয়া করারি।

গীতকণ্ঠে নৃত্য করিতে করিতে রোশনীর প্রবেশ।

রোশনী।—

গীত

জেরা সবুর ফরমাও আমীর দুলালী।
জিগর তোড়তি হায় জানে মেরে দরদ করারি।
মিলাবেঙ্গে হাম লাকর রোশনী তেরি।
ফজুল রোনা ঘাবড়ানা হোনা লাচারি।

লয়লী। তুই আমায় বৃথা আশ্বাস দিচ্ছিস রোশনী! এ জীবনে আর তার দেখা পাবো না।

রোশনী। ওইটে তোমার ভুল ধারণা আমীরজাদী! বেঁচে থেকেই তো লোকে আশার নিধি পাবার আশা করে থাকে; মলেই তো সব ফুরিয়ে গেল।

লয়লী। এ জন্মে ফুরালো বটে, কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরে সে তো আমার হবে। না রোশনী! আমি - না থাক, তোকেও বলবো না; কাকেও বলবো না, শুধু আমার মন জানবে আর জানবেন অন্তর্যামী খোদা।

রোশনী। ছিঃ লয়লী বিবি! অমন কথা মনে করাও মহাপাপ।

লয়লী। তুই কি জানসনি রোশনী, পিতা আমার কি সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছেন? তিনি জোর করে আমার সাদী দিতে মনস্থ করেছেন—পাত্র আনতেও লোক পাঠিয়েছেন। এখন কি হবে রোশনী? এই নির্মম অশুভ মুহূর্ত যেন অহোরাত্র আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। যে প্রাণ একজনের পায়ে ডালি দিয়েছি, আমি কেমন করে সে প্রাণ আর একজনকে দিয়ে দ্বিচারিণী হবো? রোশনী! আমার মরণই ভাল।

রোশনী। হক কথা বলতে গেলে লয়লী বিবি! তুমি তাকে

মনে মনে ভালবাসলেও সাদী হয়নি—ধর্মের বাঁধনও পড়েনি, তখন আর এতে কি দোষ লয়লী বিবি?

লয়লী। তোর যেমন প্রবৃত্তি, তুই তেমনি কথা বলছিস। লোকচক্ষে সাদী হয়নি বটে; কিন্তু খোদা জানেন, আমি তাঁকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি; এখন আর প্রাণ গেলেও দ্বিচারিণী হতে পারবো না।

রোশনী। তাহলে কি করবে?

লয়লী। কিছু না করতে পারি, মরবো।

রোশনী। ওই এক কথাই শিখেছ, মরবো—মরবো—মরবো। তার চেয়ে আমার মতলব শোনো, সব দিক রক্ষা হবে।

লয়লী। তুই দূর হ।

রোশনী। গোস্তাকি মাফ কর লয়লী বিবি! আমি তোমার মন বুঝছিলুম; বুঝলুম সাগরগামিনী নদীর উদ্দাম গতি রুদ্ধ হবার নয়। তুমি ভেবো না লয়লী বিবি! তোমার এ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, এতখানি নির্ভরতা কখনও বিফল হবে না—মেহেরবান খোদা তোমার সহায় হবেন।

লয়লী। বুঝেছিস, তাহলে উপায় কর রোশনী!

রোশনী। উপায়? নিরুপায়ের উপায় একমাত্র খোদা। তবে মানুষের চেষ্টায় যতটুকু হতে পারে, আমি তাই করছি। তুমি বলবার পূর্বে রহমৎকে তাঁর সন্ধানে পাঠিয়েছি, তারপর যদি সম্ভব হয়—

লয়লী। যদি সম্ভব হয় কি বলছিস রোশনী? বলতে বলতে থামলি কেন? বল—

রোশনী। যদি সম্ভব হয়—না লয়লী বিবি, বলবো না। বাগানের গাছপালাগুলোরও কান আছে, হাওয়ায় কথাগুলো দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে—উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। থাক সেকথা। আচ্ছা, তোমার হবু বর কি আজই আসছেন?

লয়লী। আসছেন কি, বোধহয় এসেছেন। ওই শোন, বাঁদীরা আমোদ করতে করতে এই দিকেই আসছে।

রোশনী। তাহলে এসো—চলে এসো—

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বাঁদীগণের প্রবেশ।

বাঁদীগণ।—

গীত

ছুটে আয় দেখবি যদি আমীরের দামাদ।
নয়া ঢং কোকিলের রং দেখে ঘটাসনি লো পরমাদ।
মরি কি লম্বা দাড়ি, পাকা চুলে টেরি,
কোটর চোখে নয়না হেনে করবে লো বরবাদ।
আহা কি নিটোল গড়ন, মক্কার নাদা চলছে যেমন,
হাত পা নাড়ে কয় না কথা, দেবে ধরে আকাশের চাঁদ।

[প্রস্থান।

অগ্রে আমীর আলি, তৎপশ্চাৎ হুসেন ও ইমদাদের প্রবেশ।

আমীর। আইয়ে—আইয়ে, ইধার আইয়ে—

হুসেন। [ইঙ্গিতাভিনয়]

ইমদাদ। দেখুন, হুজুর আমার বেশি কথা কইতে ভালবাসেন না। আর যে বেশি কথা কয়, উনি তার ওপর ভারি নারাজ।

আমীর। কোন প্রয়োজন নেই, ওঁকে কেউ বিরক্ত করবে না; আমার বাড়িতে কেউ এমন অভদ্র নেই।

ইমদাদ। তা তো হবারই কথা। আপনি হচ্ছেন মক্কার সেরা

আমীর, আপনার এ দৌলতখানায় কি অভদ্র থাকতে পারে? [হুসেনের ইঙ্গিতাভিনয়] আরে তোবা—তোবা! এতে আর হুজুরের আপত্তি কি? দেখছেন না, হুজুর আমার গিরগিটির মত হাত নেড়ে সম্মতি জানাচ্ছেন!

আমীর। [স্বগত] তাই তো, লোকটা বোবা নাকি? যাই হোক, এখন আর অনুশোচনায় কোন ফল হবে না। [প্রকাশ্যে] কে আছিস?

আবৃতবদনা রোশনীর প্রবেশ।

আমীর। তোরা মনোমুগ্ধকর নৃত্য-গীতে আমার দামাদের মনোরঞ্জন কর, আর লয়লীকে নববধূ সাজে সজ্জিত করে এইখানে নিয়ে আয়।

[রোশনীর প্রস্থান।

নববধূবেশে সজ্জিতা আবৃতবদনা লয়লীর হাত ধরিয়া গীতকণ্ঠে বাঁদীগণের প্রবেশ।

বাঁদীগণ।—

গীত

ওর হে প্রাণের বঁধু, এনেছি নতুন উপহার!
নতুন চোখে চেয়ে দেখ, মন মজবে কি তোমার।
তুমি মেঘের বরণ প্রেমের খনি, এ যে স্থিরা সৌদামিনী,
ধরায় আকাশ আসবে নেমে খুলবে কেমন রূপের বাহার।

আমীর। [লয়লীর হস্তধারণ করিয়া] লয়লী! আজ হতে ইনি তোমার স্বামী। আসুন খাঁ সাহেব, আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন।

[হুসেন সানন্দে হস্তপ্রসারণ করিল; কিন্তু সহসা গীতধ্বনি শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; উদ্যানের সীমান্তে অনুচ্চ পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া মজনু গাহিতেছিল]

মজনু।—

গীত

ক্যায়সে পাঁউ লয়লীকো কিসমৎ কি খুবই সে লাচারি হ্যায়।
জঙ্গলমে ম্যায় ঢুঁড়তা ফিরতা, দেশ পরদেশ সফর করতা,
ফাঁকোপর ফাঁকেহু ধরতা যব জিনিমে দুশবারী হ্যায়—
লয়লীসে মুঝকো বাতলাও জেরা দয়া মুঝে ফরমাও,
খুন আঁখাসো আব ভারি হ্যায়।

[লয়লী আমীর আলি খাঁর অর্ধশিথিল হস্ত ছাড়াইয়া
ছুটিয়া গিয়া অনুচ্চ উদ্যান প্রাচীর সন্নিকটে গিয়া
দাঁড়াইল এবং প্রত্যুত্তরে গাহিল।]

লয়লী।—

গীত

জেরা খামুশ রাখে দিল মেরে পিয়ারা ইৎনা নেহি বেকরার রে।
নেহি দেখা যাতা তেরা তড়পনা রোও নেহি আউর প্যারে মেরে।
মিলেঙ্গী তুমারে সাথ তেরে লয়লী, খুশিসে করনা পিয়ার রে।
[গীতান্তে লয়লী মূর্চ্ছিতা হইয়া পাড়ল, সকলে
অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল।]

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ

হুসেন ও ইমদাদ।

হুসেন। বাপ! এর নাম কি সাদী! বাবা, ধুকড়ীর ভেতর অমন খাসা চাল! ছটাকে মেয়ের পেটে পেটে এত! ভেতরে ভেতরে মজনুর সঙ্গে একেবারে ধা-তেরেকেটে-তাক!

ইমদাদ। হুজুর! মেয়েমানুষ জাতটাই ওই রকম! ওইসব দেখে শুনে আমি ছেলেবেলা থেকে সাদী করিনি।

হুসেন। খাসা কাজ করেছিস ইমদাদ—খাসা কাজ করেছিস। আমিও তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর সাদীর নামও মুখে আনবো না।

ইমদাদ। তাহলে কি হুজুর আইবুড়ো থাকবেন?

হুসেন। তাই ভাবছি; আইবুড়োও না থাকতে হয় অথচ সাদীও না করতে হয়, এমন একটা কিছু হদিশ বাৎলে দিতে পারিস ইমদাদ?

ইমদাদ। হুজুরের হুকুম পেলে গোলাম পারে না এমন কাজ নেই।

হুসেন। পারিস ইমদাদ—পারিস? তাহলে বাৎলে দে; কারণ আইবুড়ো থাকবার ইচ্ছেটা আমার মোটেই নেই। আমার মৌলভী বলতেন, আইবুড়ো মরে মামদো হয়।

ইমদাদ। আজ্ঞে তা তো হয়ই! হুজুরকে তো সেইজন্যই বলছি, আইবুড়ো থেকে কাজ নেই।

হুসেন। তাহলে হদিশ বাৎলে দে—

ইমদাদ। হদিশ অতি সোজা! আপনি একটা গাছকে সাদী করে

ফেলুন, ও মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াবেন না; তাতে আইবুড়ো নাম ঘুচবে, অথচ ঠিক সাদীও হবে।

হুসেন। বাঃ ইমদাদ, বাঃ! চমৎকার হদিশ বাৎলে দিয়েছিস, কিন্তু—

ইমদাদ। আবার কিন্তু কি হুজুর?

হুসেন। গাছকে সাদী করবো, একটা শ্বশুর তো চাই।

ইমদাদ। আসরফি ছাড়লে একটা কি বলছেন হুজুর, লাখো লাখো শ্বশুর মিলবে।

হুসেন। কিন্তু কি পরিমাণে আসরফি ছাড়তে হবে ইমদাদ?

ইমদাদ। যদি মামদো হতে না চান, তাহলে পরিমাণের কথা তুলবেন না। গাছের সঙ্গে সাদী, এতে পরিমাণ দেখতে গেলে কি চলে? শ্বশুর যা চাইবে, তাই দিতে হবে।

হুসেন। ওরে বাবা! সে যদি দু' পাঁচ লাখ চেয়ে বসে?

ইমদাদ। তাই দিতে হবে।

হুসেন। ইয়া আল্লা! দু' পাঁচ লাখ?

ইমদাদ। তাহলে মামদো হোন।

হুসেন। তাই তো! আচ্ছা ইমদাদ! সে কাজটা তো তুইও পারিস। দু'শো একশো নিয়ে তুই কেন শ্বশুর হতে রাজী হ না?

ইমদাদ। আমার তাতে আপত্তি ছিল না, বিশেষ যখন হুজুর বলছেন। তবে কি জানেন হুজুর, আমার শ্বশুর হবার উপায় নেই।

রহমতের প্রবেশ।

রহমৎ। এই যে খাঁ সাহেব, সেলাম!

হুসেন। সেলাম। তুমি কে বাবা?

রহমৎ। আমি একজন মোসাফের।

হুসেন। মোসাফের তো আমার বাড়ি কেন বাবা? সরে পড়. আমার মেজাজ এখন ভাল নেই।

রহমৎ। বুঝেছি খাঁ সাহেব! সাদী করতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়েছেন, তাই মেজাজটা খারাপ।

হুসেন। তুমি কে বাবা? ঠিক ধরেছ। শুধু তাই নয়, তাছাড়া—

ইমদাদ। [স্বগত] তাই তো, এ বেটা আবার কোত্থেকে এলো? বেটা দাঁওটা ফসকে দিলে বুঝি! [প্রকাশ্যে] হুজুরের তবিয়ৎ খারাপ, বিশ্রাম করবেন চলুন।

হুসেন। চুপ কর কমবক্ত! মোসাফেরের সাক্ষাৎ পেয়েছি—আমার মনের কথা বলে দিয়েছে, দেখি যদি কোন হদিশ বলে দিতে পারে।

রহমৎ। সাহেবের মেজাজ খারাপ যে অনেক কারণে, তাও বুঝেছি। ওস্তাদের মুখে দিল খোস রাখবার হদিশ শুনেছি, খাঁ সাহেব তাই করুন না কেন!

হুসেন। কি রকম?

রহমৎ। পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করুন, দিল হামেশা খোস থাকবে।

হুসেন। কি রকম?

রহমৎ। যার জন্য প্রাণে ব্যাথা পেয়েছেন, তাকে সুখী করুন—দেখবেন দিল ভরে যাবে। লয়লীকে যদি ভালবেসে থাকেন, তাকে সুখী করুন—মজনুর অনুসন্ধানে সহায়তা করুন, তাদের সুখের মিলন দেখে নিজেও সুখী হোন।

হুসেন। ঠিক বলেছ মুসাফের! কথাটা বেশ লেগেছে। ইমদাদ! সফরের আয়োজন কর, আমি মজনুর অনুসন্ধানে যাবো।

ইমদাদ। সে যে হুজুরের শত্রু—প্রতিদ্বন্দ্বী!

হুসেন। চোপরাও বেকুব! দুষমনকে সুখী করলে নিজেও সুখী হওয়া যায়—মামদোও হতে হয় না—গাছকেও সাদী করতে হয় না।

রহমৎ। সাহেব কি মজনুর সন্ধান জানেন না?

হুসেন। নাই বা জানলুম! অর্থ আর সামর্থ্য থাকলে দুনিয়ার যেইখানেই থাকুক, তার সন্ধান করতে কতক্ষণ! চল ইমদাদ, বক্ত বয়ে যাচ্ছে। সেলাম মোসাফের!

[প্রস্থান।

ইমদাদ। তাই তো! এ কি হলো?

রহমৎ। [স্বগত] খোদার মেহেরবানীতে আর একজন সহায় মিললো।

[রহমতের দিকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া ইমদাদের প্রস্থান।
অপর দিকে রহমতের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

উদ্যান-বাটিকা—রুদ্ধ কক্ষ

লয়লী বসিয়াছিল।

লয়লী। প্রাণের মজনুর জন্য পিতার অবাধ্য হয়েছিলুম, তাই আজ কঠোর দণ্ডে দণ্ডিতা। তবুও শান্তি পেতুম, যদি দিনান্তে একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখতে পেতুম! কেমন করে তাঁর দেখা পাবো? সে কেমন করে আসবে? পিতার চক্ষে আমি ব্যভিচারিণী; কিন্তু মেহের-বান খোদা! তুমি তো জান, আমি নিষ্পাপ। পিতার আদেশে দ্বিচারিণী হতে পারিনি বলে আজ আমি দুনিয়ার চক্ষে কলঙ্কিনী; এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে শুধু তার আশাপথ চেয়ে আছি, সে কি আসবে?

গীত

আশার দীপটি বুঝি নিভে যায় কেমনে রাখিব ধরিয়া।
মিলনপথে মরণ-সিন্ধুকূলে তরঙ্গ পড়ে ভাঙিয়া।
এপারে আসিছে আঁধার ঘনায়ে, ওপারে আলোকরেখা,
কনক-কিরণ মাখিয়া অঙ্গে এসো ফিরে প্রাণসখা,
তিরপিত হবে তিরষিত চিত হেরি তোমা আঁখি ভরিয়া।

[অবসন্নভাবে ঢলিয়া পড়িল]

গবাক্ষপার্শ্বে রোশনীর প্রবেশ।

লয়লী। বল রোশনী! রহমৎ কি ফিরেছে?

রোশনী। না লয়লী বিবি, সে আজও ফেরেনি; সে অতি আহাম্মুক। যাকে তুমি সেদিন এত নিকটে দেখছ, তার সন্ধানে সে আজ কদিন গেছে—আজও ফিরলো না, এইটুকুই তাজ্জব!

লয়লী। আমি যে সেদিন তাকে শুধু নিকটেই দেখেছি, তা নয় রোশনী। আমার মন বলছে, সে কাছে কাছেই আছে; আমার নসীব মন্দ, তাই তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কি হবে রোশনী?

রোশনী। তাইতো, ভেবে যে কিছুই স্থির করতে পারছি না।

লয়লী। আমি স্থির করেছি রোশনী? যদি আমায় বোনের মত ভালবাসিস, তাহলে একটা উপকার কর—আমায় জহর এনে দে, আমি জহর খাবো। যখন মজনুকে পাবো না, তখন এ কুলকলঙ্কিনীর আর বেঁচে থেকে লাভ কি? দে রোশনী, আমায় জহর এনে দে—

রোশনী। অমন কথা মুখে এনো না, এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

আমীর আলির প্রবেশ।

আমীর। লয়লী—

লয়লী। কে? পিতা? [অধোবদনে নীরব রহিল]

আমীর। লয়লী! তোর স্নেহময়ী জননীর পুনঃপুনঃ অনুরোধে আমি আবার এসেছি। এখনো ভাল চাস তো বল আমার প্রস্তাবে সম্মত কিনা? আমি তোর যোগ্য পাত্র নির্বাচন করেছি, তুই সাদী করবি কিনা?

লয়লী। পিতা! আপনি বিজ্ঞ বিবেচক হয়ে আমায় ধর্মত্যাগিনী হতে পুনঃপুনঃ কেন অনুরোধ করছেন? লজ্জার মাথা খেয়ে আমি আবার বলছি পিতা! মজনু আমার স্বামী, মজনু ভিন্ন আর কাকেও পতিত্বে বরণ করে দ্বিচারিণী হতে পারবো না।

আমীর। অবাধ্য কন্যা! এখনো ভাল করে বিবেচনা করে দেখ, যদি ভালই চাস, মজনুর আশা পরিত্যাগ কর।

লয়লী। ভালই? আবার আমার ভালই? যে অভাগিনী বিনা-দোষে পিতৃস্নেহে বঞ্চিতা হয়ে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে অবিচারে শত নির্যাতন ভোগ করছে, তার আবার ভাল কি বাবা? এখন মৃত্যুই তার শান্তি—মৃত্যুই তার তৃপ্তি—মৃত্যুই তার চরম লক্ষ্য।

আমীর। শয়তানী! তবে মর। রোশনী! আজ হতে তোর সঙ্গেও সাক্ষাৎ বন্ধ; যা—তুই এ স্থান পরিত্যাগ কর।

[রোশনী ও আমীরের প্রস্থান।

লয়লী। খোদা! এ অভাগিনীর অদৃষ্টে এই লিখেছিলে!

গুলেনারার প্রবেশ।

গুলেনারা। লয়লী—মা আমার!

লয়লী। পিতৃ-মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা অভাগিনীকে মধুর স্নেহ-সম্ভাষণ করে তার হৃদয়ে স্নেহসুধার অতৃপ্ত পিপাসা আবার কেন জাগিয়ে দিচ্ছ মা?

গুলেনারা। অভিমানিনী মা আমার! জননীর ওপর অভিমান করিসনি।

লয়লী। সহায়হীনা দণ্ডিতার আবার মান-অভিমান কি মা?

গুলেনারা। বল দেখি লয়লী! যাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছি, কখনও অনশনে অর্ধাশনে থেকে বুকের রক্ত দিয়ে এতটুকু থেকে এত বড় করেছি, সেই কন্যার ওপর কি জননীর কোন দাবি নেই?

লয়লী। কেন থাকবে না মা? কন্যা কখনও এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারে না যে, সে স্নেহময়ী জননীর অপার্থিব করুণা একেবারে ভুলে যাবে।

গুলেনারা। যদি তাই হয়, তাহলে আমার অনুরোধ রাখ, তোর পিতার অবাধ্য হয়ে দুর্ভাগ্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করিসনি।

লয়লী। মা! তুমি না রমণী? রমণীর সতীত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ করা অন্যের পক্ষে সম্ভব হলেও, তুমি মা হয়ে কেমন করে কন্যাকে এমন অন্যায় অনুরোধ করছো? কন্যা-স্নেহে কি এতখানি আত্মহারা হয়েছ যে, তোমার অন্তরের চিরজাগ্রত নারীত্ব দারুণ অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছে? তোমার মাতৃত্বের দাবি পূর্ণ করতে যদি প্রয়োজন হয়, তোমার দেওয়া এ প্রাণ হাসতে হাসতে তোমার পায়ে উৎসর্গ করতে পারি; কিন্তু মা! তোমার পায়ে ধরি, নারী হয়ে নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে এমন জঘন্য প্রস্তাব করো না। পিতার নির্মম নির্যাতন অবনতমস্তকে ভোগ করে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করবো, তথাপি মজনু ভিন্ন আর কাকেও আমি সাদী করবো না। জেনে রাখ মা, মজনুই আমার স্বামী—আমার সর্বস্ব—আমার ইহকাল-পরকাল।

গুলেনারা। লয়লী—লয়লী! অন্তরের তুষানল যতই অসহ্য হোক, আমি নীরবে সহ্য করবো, আর তোকে কোন কথা বলবো না—কোন অনুরোধ করবো না। আমি বুঝতে পারছি, তুই সত্যিই অভাগিনী।

[বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান।

লয়লী। মেহেরবান খোদা! কত সইবো—কত সয়? [নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি] এ যে তার কণ্ঠস্বর! তবে কি সে? যাই, দেখি—
[উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

উদ্যানপ্রাচীরের অপরপার্শ্বে দাঁড়াইয়া
মজনু গাহিতেছিল।

মজনু।—

গীত

পিয়ারী লয়লা বিনু দিন ক্যায়সে গুজারি।
উলফতে ভড়াকে দিল ক্যায়সে সামারি॥
একেলি নিবালিমে ধ্যেয়ান লাগাঁউ,
করারি দরদ দিলেক কাহে টুটাঁউ,
'হা পিয়া কাঁহা পিয়া' রোনা মজনু তুমারি।

মজনু। লয়লী—লয়লী! প্রিয়তমে! এত নিকটে তুমি? আজ আমি মৃত্যুর বিপক্ষে দাঁড়িয়েও তোমায় দেখবার দুর্নিবার তৃষ্ণা মেটাবো—
[প্রাণপণ চেষ্টায় উদ্যানপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া মজনু উদ্যানে
প্রবেশ করিয়া পূর্ণ আবেগে লয়লীকে আলিঙ্গন করিতে
ছুটিয়া গিয়া রুদ্ধদ্বারে প্রতিহত হইল।]

মজনু। লয়লী! প্রিয়তমে! এত নিকটে তুমি, কিন্তু তোমার আমার মিলনের মাঝে কঠোর প্রতিবন্ধক; কে মুক্ত করে দেবে লয়লী?

লয়লী। প্রিয়তম! আমি পিতার অবাধ্য হয়েছি, তাই এ নিষ্ঠুর শাস্তি; মুক্তির কোন উপায় নেই। খোদা! এ যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে আমার মৃত্যুই ভাল। প্রিয়তম! পার যদি, আমার মৃত্যুর উপায় বলে দাও! মজনু—মজনু—প্রিয়তম—[সংজ্ঞা হারাইল]

মজনু। লয়লী—লয়লী—প্রিয়তমে! তাই তো, কি করি? অদৃষ্টের

এ কি নির্মম নির্যাতন? মেহেরবান খোদা! কি করলে? আমার স্বর্ণ-প্রতিমা লয়লীকে এই নির্মম নির্যাতনের হাত থেকে উদ্ধার করতে কি এখানে কেউ নেই?

বেগে রহমতের প্রবেশ।

রহমৎ। কেন থাকবে না শাহজাদা! দুনিয়ার নামজাদা আহাম্মক রহমৎ বুদ্ধির জোরে কখনও কিছু করতে পারেনি, আজ দেহের শক্তিতে হয় তোমাদের মিলনের বাধা অপসারিত করবে, না হয় প্রাণ দেবে।

[প্রাণপণ শক্তিতে দ্বার ভগ্ন করিয়া লয়লীকে লইয়া মজনু সহ প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

পথ

গীতকণ্ঠে দরবেশগণের প্রবেশ।

দরবেশগণ।—

গীত

আয়ে হো সব দুনিয়ামে আখের কো শোচনা।
গিনতী কা দিন জলদ বীতেগা ফের না পাস্তানা।
ঝুটা ছোড়কে সাচ্চা ধর, বুরাইসে আপনা আলোক কর,
লালচ ছোড়কে রহম করো পরকো সমঝো আপনা।
ধন দৌলত বাগিচা কোঠি, আপনা বদনভি সবহি মাট্টি,
যেসা কাম তেসা নতিজা দিলকো আপনা পুছনা।
দুখ আরাম কুছ নেহি বুদা, কোই নেই আপনা সওয়ার খোদা,
দিল লাগা কর উনকা কাম আখের উজালা দেখনা।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

আগ্নেয়গিরি

রহমৎ, রোশনী, লয়লী ও মজনুর প্রবেশ।

রোশনী। এই স্থানটা নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে, বন্যজন্তুর ভয়ে এদিকে কেউ আসে না; তাই ভরসা হচ্ছে, আমাদের আর কেউ অনুসরণ করবে না। লয়লী! তুমি তো আজ কদিন উপবাসী; শাহ-জাদার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তাঁরও অবস্থা তাই। তোমরা এখানে বসো, আমরা বন থেকে কিছু ফল সংগ্রহ করে নিয়ে আসি।

লয়লী। রোশনী! ব্যস্ত হোসনি বোন, তোদের ঋণ জীবনে কখনও শোধ করতে পারবো না। রহমতের সাহায্যে পিতার নির্যাতন থেকে উদ্ধার পেয়েছি, যখন আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করেছি, তখন আর আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই।

রোশনী। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটলে ক্ষুধা-তৃষ্ণার হাত এড়ানো যায় না; তোমরা বসো, আমরা এলুম বলে—

[রহমৎ সহ প্রস্থান।

মজনু। লয়লী—প্রিয়তমে!

লয়লী। মজনু—প্রিয়তম!

গীত

লয়লী।— যখন হেরিনু বদন-ইন্দু গিয়াছি সকল ভুলিয়া।

মজনু।— প্রাণের পুলক নয়ন কোণে নীরবে গিয়াছে গলিয়া।

লয়লী।— নিভিয়া গিয়াছে হিয়ার আগুন হরষ-বরষাধারে,

মজনু।— জীবনে লভিবে নবীন জীবন যা ছিল মরণপারে,

লয়লী।— [যদি] কাঙ্ক্ষিত নিধি মিলাইল বিধি, কেন তবে দূরে সরিয়া।

মজনু।— এসো হৃদয়-রতন জুড়াই জীবন তোমারে হৃদয়ে ধরিয়া।

কয়েকটি ফল লইয়া রোশনীর পুনঃ প্রবেশ।

রোশনী। লয়লী বিবি! এই ফল নাও—[ফলগুলি লয়লীর সন্মুখে রাখিয়া] লয়লী বিবি! এখান থেকে পালাও, সম্রাটের অনুচরেরা তোমাদের অনুসরণ করছে; মুহূর্তকাল বিলম্ব করলে আর পালাতে পারবে না। আমি রহমতকে সঙ্গে নিয়ে অন্য পথে যাবো, দেখি যদি তাদের প্রতারিত করতে পারি।

[প্রস্থান।

[লয়লী ও মজনু পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিল]

নেপথ্যে ১ম সৈন্য। কণ্ঠস্বর এইদিক থেকেই আসছে; নে—দেরি করিসনি, এগিয়ে চল।

লয়লী। প্রিয়তম! সর্বনাশ!

মজনু। কোন চিন্তা নেই প্রিয়তমে! এসো, আমরা পর্বতে আরোহণ করি।

সৈন্যগণের প্রবেশ।

১ম সৈন্য। ইয়া আল্লা! ওই যে শাহজাদা—

২য় সৈন্য। শাহজাদা!

মজনু। কেন? শাহজাদাকে তোদের প্রয়োজন?

১ম সৈন্য। প্রয়োজন আমাদের নয় শাহজাদা, সম্রাটের আদেশে আমরা শাহজাদাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

মজনু। মিথ্যা কথা। সে আশা পরিত্যাগ কর।

১ম সৈন্য। কিন্তু সম্রাটের আদেশ, মেহেরবানী করে আমাদের সঙ্গে আসুন; নইলে—

মজনু। বেয়াদব নফর! এক পা অগ্রসর হোসনি—প্রাণ হারাবি।

১ম সৈন্য। শাহজাদা! সম্রাটের নেমকের চাকর আমরা, সম্রাটের হুকুম তামিল করতে বাধ্য।

মজনু। আমিও সম্রাটপুত্র—আরব সিংহাসনের ভাবী মালিক, আমার হুকুমের কি কোন মূল্য নেই গোলাম?

১ম সৈন্য। কেন থাকবে না শাহজাদা? কিন্তু এ আপনার আদেশ নয়, সম্রাটের বিরুদ্ধাচারণ—রাজদ্রোহিতা।

মজনু। ফিরে যা গোলাম! আমি যাবো না।

১ম সৈন্য। শাহজাদা! যদি স্বেচ্ছায় না যান, আমরা বলপ্রয়োগে বাধ্য হবো—[পর্বত আরোহণের চেষ্টা]

[পর্বতগাত্র হইতে ধূম ও অগ্ন্যুদ্গম]

মজনু। এ কি! পর্বতগাত্রে বিশ্বধ্বংসী লেলিহান অগ্নিশিখা! প্রচণ্ডবেগে ধাতুনির্গম! কি করি? কেমন করে লয়লীকে রক্ষা করি?

পর্বতের অপর পার্শ্ব হইতে আমীর আলির
পর্বতারোহণের চেষ্টা।

আমীর। এই পর্বতেই শয়তানকে প্রথম দেখেছিলুম—হয় তো এইখানেই তারা লুক্কায়িত আছে। কিন্তু একি?

মজনু। লয়লী! প্রিয়তমে! দেখছো আমাদের চতুর্দিকে লেলিহান অগ্নিশিখা! বুঝি এই অগ্নিকুণ্ডেই চিরসমাধি!

লয়লী। তাই তো! কি হবে প্রিয়তম?

আমীর। ওই তার কণ্ঠস্বর! এই ধূমায়মান বিরাট গিরিস্রাব অতিক্রম করে, কেমন করে পর্বতগাত্রে আরোহণ করবো? উঃ—শয়তানী!

আরবসম্রাটের প্রবেশ।

সম্রাট। আর কেন বন্ধু আমীর আলি! তোমার হীন প্রতিহিংসা

ভুলে গিয়ে আমাদের স্নেহের নিধি লয়লী-মজনুকে অগ্নিকুণ্ড হতে উদ্ধারের উপায় কর! আয় পুত্র—আয় মজনু! ফিরে আয়। এ আমার আদেশ নয়, অনুরোধ—কাতর প্রার্থনা। মজনু—মজনু! বাপ আমার! কোথায় তুই?

মজনু। পিতা—পিতা! আমি এখানে—অগ্নিদুর্গে।

সম্রাট। ফিরে আয়—ফিরে আয় পুত্র! এই দেখ, আমি আমার আজন্ম-পোষিত ঘৃণা-বিদ্বেষ ভুলে আমীর আলি থাঁর শরণাপন্ন হয়েছি। আয় বৎস, ফিরে আয়। বন্ধু আমীর আলি! প্রবল পরাক্রান্ত আরব-সম্রাট আজ তার একজন সামান্য প্রজার অনুগ্রহপ্রার্থী; উপায় কর বন্ধু!

আমীর। মার্জনা করুন সম্রাট! গোলাম আপনারই শরণাপন্ন। আমার কন্যাকে এনে দিন। লয়লী—অভিমানিনী মা আমার! আয়—ফিরে আয়!

লয়লী। মার্জনা করুন পিতা! আমি আপনার অবাধ্য হয়েছি বলে খোদা আমায় শাস্তি দিতে অগ্নিদুর্গে অবরুদ্ধ করেছেন।

হুসেনের প্রবেশ।

হুসেন। হায়-হায়-হায়! এই দেখতে এলুম? শাহজাদা! দেখ, আর আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই, তোমাদের শুভ-মিলনে আনন্দ করতে তোমার অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলুম; কিন্তু নসীব আমার সে আনন্দ উপভোগ করতে দিলে না; আমার এতখানি উদ্যম ব্যর্থ হলো।

রহমৎ ও রোশনীর পুনঃ প্রবেশ।

রহমৎ। হায়—হায়, এত চেষ্টা করেও শাহজাদা আর লয়লী বিবিকে বাঁচাতে পারলুম না!

আমীর। রহমৎ এসেছিস? আমার নির্যাতন থেকে তুই আমার লয়লীকে বাঁচিয়েছিলি, আজ মৃত্যুমুখ হতে তাকে রক্ষা কর রহমৎ!

রহমৎ। তখন দেহের শক্তিতে বাঁচিয়েছিলুম জনাবালি, কিন্তু নসীবের লেখা মুছে দেওয়া মানুষের সাধ্য নয়।

আমীর। তবে কি এই অগ্নিদুর্গে প্রবেশ করে লয়লী-মজনুকে উদ্ধার করবার কোন উপায় হয় না?

মস্তান শার প্রবেশ।

মস্তান। এখন আর হয় না আমীর আলি খাঁ! দেখছো না, তোমাদের পরস্পরের বিদ্বেষ-বহ্নি তোমাদের বৈবাহিক সম্বন্ধের মাঝে এখনও বিরাট লেলিহান শিখা বিস্তার করে তাণ্ডব-নৃত্য করছে? তোমরা যা পারনি—যা পারলে না, তোমাদের সেই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে ওই দেখ, তোমার কন্যা লয়লী আর শাহজাদা মজনু সেই বিরাট ব্যবধানের মাঝে হাত ধরাধরি করে অগ্নিময় কবরে প্রবেশ করতে চলেছে। তাপ-জ্বালাময় মরজগতে এদের মিলন অসম্ভব হলেও, শান্তিময় বেহেস্তে এদের চির মিলন।

[দেখিতে দেখিতে বিরাট অগ্নিরাশি লয়লী ও মজনুকে গ্রাস করিল, সম্রাট ও আমীর আলি আর্তনাদ করিয়া সংজ্ঞা হারাইলেন।]

উজ্জ্বল দৃশ্য

মণিময় আসনে লয়লী ও মজনু উপবিষ্ট;
গীতকণ্ঠে হুরীগণের প্রবেশ।

হুরীগণ।—

গীত

আসমানের মাণিক রতন ধরায় কি মিলন সাজে?
প্রেমিক বিনা প্রেমের কদর ধরায় মানুষ কজন বোঝে।
সেথা ভালবাসা কথার কথা, নাইকো এমন প্রাণ-বিনিময়,
চোখের নেশা প্রেম-পিপাসা বিরহ তাই প্রাণে সয়,
এমন প্রাণে প্রাণে মিশে থাকা, সেথায় যেন স্বপ্ন দেখা,
প্রেমিকের চিরমিলন হেথা প্রেম-কুঞ্জ মাঝে।

———

যবনিকা